সংবাদ

তারিখ 12 DEC
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

রাজবাড়ীর বাবুপুর বিদ্যাপীঠ

এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ : তদন্ত শুরু

প্রতিনিধি, রাজবাড়ী

রাজবাড়ী সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের বাবুপুর কছিমউদ্দিন বিদ্যাপীঠে এসএসসি'র ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। গত ১ডিসেম্বর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'রাজবাড়ী বাবুপুর কছিমউদ্দিন বিদ্যাপীঠ, এসএসসি ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ' এবং 'অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দাবিতে রাজবাড়ীতে মানববন্ধন' ধারাবাহিক ভাবে দুটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সূত্র জানায়, জেলা শিক্ষা অফিসার দু'পক্ষের বক্তব্য গ্রহণের পাশাপাশি শ্রেণী কক্ষে গিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন এবং ফরম পূরণ বাবদ স্কুল কর্তৃপক্ষ কার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছে, তার লিখিত নেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীদের অভিভাবক শহিদ শেখ, শহিদুল ইসলাম, মালেকা বেগম, গাজীরদ্দিন, দুলাল শেখ, ফেরদৌস মন্ডল প্রমুখের সাক্ষাৎকার নেন। তাদের মধ্যে শহিদ শেখ ৩ হাজার ১ শত টাকা, শহিদুল ইসলাম ২ হাজার [illegible] শত টাকা, মালেকা বেগম ৫ হাজার ২ শত টাকা, গাজীরদ্দিন ২ হাজার [illegible] শত টাকা, দুলাল শেখ ২ হাজার ৭ শত টাকা এবং ফেরদৌস মন্ডল ২ হাজার ৫ শত টাকা দিয়েছেন বলে জানান। এছাড়া অভিভাবকদের মধ্যে আরো ৩জন লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাদের মধ্যে মোজাহার হোসেন উল্লেখ করেন, তার নিকট ২ হাজার ৫শত টাকা নেয়া হয়েছে। আরো ১ হাজার ৩ শত টাকা রশিদ দিবে না বলেছে। সিরাজুল খা উল্লেখ করেন, তিনি ৩ হাজার ৫শত টাকা। ইউসুফ শেখ থেকে নেওয়া হয়েছে ২ হাজার ৪ শত টাকা। তদন্তকালে অভিভাবক মালেকা বেগম জানান, তিনি অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার বিষয়টি সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করায় ক্ষুব্ধ হয়ে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তাঁকে ডেকে নিয়ে ৭ দিনের মধ্যে স্কুলের মাঠ সংলগ্ন তার দোকান ঘর সরিয়ে নিতে বলেছেন, অন্যথায় ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন। আমজাদ হোসেন নামের একজন শিক্ষক তার দোকানে এসে বলেছেন, তোমার ছেলে কীভাবে ভাল রেজাল্ট করে তা আমরা দেখে নেব এবং ভবিষ্যতে সে যাতে সরকারি চাকুরী করতে না পারে তার ব্যবস্থা করবো।

এদিকে অভিযোগকারী অভিভাবকরা ও এসএসসি পরীক্ষার্থী তাদের প্রবেশপত্র নিয়ে এবং প্র্যাকটিক্যালে নম্বর দুশ্চিন্তা ও আতংকের মধ্যে রয়েছেন।